দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ০৪ JUN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮

23

শিক্ষকদের সাংবাদিক সম্মেলন

চট্টগ্রাম ভার্সিটির বিশৃঙ্খলা অবসানে চ্যান্সেলরের হস্তক্ষেপ চাই

চট্টগ্রাম, ৭ই জুন (বাসস)।-চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক শিক্ষক আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান বিশৃঙ্খলা অবস্থার অবসান ঘটাতে চ্যান্সেলর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের হস্তক্ষেপ

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম ভার্সিটির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কামনা করেছেন। তারা চট্টগ্রাম ভার্সিটির অচলাবস্থা নিরসনে সর্বাত্মক সহযোগিতা দানের জন্য ছাত্র, অভিভাবক এবং প্রশাসনের প্রতিও আহ্বান জানিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ভার্সিটি ক্লাসে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণদানকালে সিন্ডিকেট সদস্য ডঃ মঈনুল ইসলাম বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ব্যাহত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম এবং সৃষ্টি হচ্ছে সেশন জট। জাতি ও ছাত্রদের বৃহত্তর স্বার্থে এ অবস্থা অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলতে দেয়া যায় না।

ক্যাম্পাসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনকে দায়ী করে ডঃ ইসলাম বলেন, এই চিহ্নিত সংগঠনটি ধর্মঘট ও সন্ত্রাসী কৌশল অবলম্বন করে ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার কর্তৃপক্ষীয় সকল উদ্যোগ নস্যাৎ করে চলছে। এই সংগঠনের কর্মীরা তাদের নিজেদের ইচ্ছামত ক্যাম্পাসের গোটা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি বলেন, এটা খুবই বিস্ময়কর যে একটি ছাত্র সংগঠন যেখানে ক্যাম্পাসে সব রকমের সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, তখন পুলিশ একেবারে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

ডঃ ইসলাম অভিযোগ করেন, ২২শে ডিসেম্বরের ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট সরকার এখনো প্রকাশ না করলেও এই ছাত্র সংগঠনটি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে তদন্ত রিপোর্টের বিকৃত তথ্য অবিরাম প্রচার করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অচলাবস্থার আমরা নিরসন চাই। স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হোক, এটাই আমাদের কামনা।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন, সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আলী ইমদাদ খান, ডঃ অনুপম সেন, ডঃ ফসিউল আলম, প্রফেসর আবদুল ওয়াসী ও ডঃ হামিদা বানু প্রমুখ।